দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশ ছত্রিশ

প্রজাতন্ত্রবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রূপান্তর: মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানে

Jeff Pippenger
2024-03-14

২০২০ সালে পৃথিবীর জন্তুর রিপাবলিকান শিং এবং সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিং—উভয়েরই একটি রূপান্তর শুরু হয়েছে। সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিং ২০২০ সালের ১৮ জুলাই বধ হয়েছিল, এবং রিপাবলিকান শিং ২০২০ সালের ৩ নভেম্বর বধ হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারো অনুযায়ী, সাড়ে তিন প্রতীকী দিনের পর তারা আবার পায়ে দাঁড়াবে। তারা যখন দাঁড়াবে, তখন সত্য প্রোটেস্ট্যান্ট শিং লাওদিকীয়দের থেকে ফিলাডেলফীয়দের দিকে রূপান্তরিত হবে। তাদেরকে একটি গির্জা থেকে বের করে একটি আন্দোলনে আনা হবে। তাদেরকে সপ্তম মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা থেকে বের করে ষষ্ঠ মণ্ডলীর অভিজ্ঞতায় আনা হবে। তারা অষ্টমে পরিণত হয়েছে—যে সাতেরই অন্তর্ভুক্ত।

অ্যাডভেন্টিজমের সূচনায় আন্দোলনটি ছিল ফিলাডেলফিয়ান আন্দোলন, এবং শেষেও ফিলাডেলফিয়ান আন্দোলনই পুনঃস্থাপিত হয়। প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত তিন স্বর্গদূতের কাজ একটি আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল, এবং তা একটি আন্দোলন হিসেবেই শেষ হবে। ফিলাডেলফিয়ার ষষ্ঠ গির্জা দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ফিলাডেলফিয়ান আন্দোলনটি ১৮৫৬ সালে সমাপ্ত হয়েছিল, এবং ২০২৩ সালের জুলাইয়ের শেষ থেকে এটি এখন অষ্টম হিসেবে, অর্থাৎ সাতটিরই অন্তর্গত, পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

একই ইতিহাসে, রিপাবলিকান শিং সমান্তরাল মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করছে; ১৯৮৯ সালে 'সময়ের শেষ'-এ, রেগানের পর গণনা করলে যে ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট, সে অষ্টম প্রেসিডেন্ট হয়ে ওঠে, যে আবার সাতজনেরই একজন। রিপাবলিকান শিংয়ের রূপান্তর-প্রক্রিয়াটি প্রতিফলিত হয় ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিংয়ের সঙ্গে তার একীভূত হওয়ার মাধ্যমে, যা আধ্যাত্মিক ব্যভিচার এবং পশুর প্রতিমূর্তি। রিপাবলিকান শিং অষ্টম হয়ে ওঠে—অর্থাৎ সাতেরই মধ্যে—কারণ এটি ক্যাথলিকবাদের পশুর একটি প্রতিমূর্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে; যা অষ্টম মস্তক, অর্থাৎ সাত মস্তকেরই একটি, প্রকাশিত বাক্য সতেরো অধ্যায়ে এবং দানিয়েল দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

প্রজাতন্ত্রবাদের শিংয়ের রাজনৈতিক রূপান্তরটি ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত প্রস্তুতির সময়কালে প্রতীকায়িত হয়েছে। ওই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালটি নিবুখদনেজরের পশুদের মূর্তির গোপন রহস্যের মোহর খোলার বিষয়টি সনাক্ত করার জন্য এক অপরিহার্য চাবিকাঠি। ওই প্রস্তুতির সময়কালটি খ্রিস্ট ও খ্রিস্টবিরোধী উভয়ের জন্য তিরিশ বছরের প্রস্তুতির সময়কাল দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শীঘ্র আগত রবিবার-আইন পর্যন্ত সিলের সময়টি সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, যখন প্রত্যেক দর্শনের কার্যসিদ্ধি ঘটে। এটি সেই সময়কে নির্দেশ করে যার সমাপ্তি ঘটে প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের 'মহা ভূমিকম্প'-এর সময়, যখন পোপতন্ত্র অষ্টম রাজ্য হিসেবে—যা সাতটির মধ্য থেকেই—পৃথিবীর সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়। তাই এটিকে প্রতিরূপিত করা হয়েছে ৫৩৮ সালে পোপতন্ত্র

প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণের আগের সময় দ্বারা। ৫৩৮ সালে অর্লিয়োঁর কাউন্সিলে পোপতন্ত্র একটি রবিবার-আইন পাশ করেছিল, যা প্রস্তুতির ত্রিশ বছরের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করেছিল এবং শীঘ্র আগত রবিবার-আইনের প্রতিরূপ ছিল। যীশু কখনো পরিবর্তিত হন না; অতএব রবিবার-আইনের পূর্বে এমন এক সময় অবশ্যই থাকবে যখন সেই মারাত্মক ক্ষত সেরে ওঠে, যেমনটি ছিল যখন পোপতন্ত্র প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণ করেছিল।

ঐ সময়কালটি 508, 533 এবং 538 সালের মাইলফলকের সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসগুলির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। 508 সালে প্রস্তুতির সময়কাল, অর্থাৎ পোপতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পৌত্তলিক রোমের চতুর্থ রাজ্য, এক ড্রাগন-শক্তি, দমন করা হয়েছিল, এবং 533 সালে জাস্টিনিয়ান ফরমান জারি করেন যে পোপতন্ত্র হলো "গির্জাসমূহের প্রধান, এবং একই সঙ্গে বিধর্মীদের সংশোধক।" পোপতন্ত্র যাতে 538 সালে নিরঙ্কুশ গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য যা বাকি ছিল, তা হলো রোম নগরী থেকে গথদের অপসারণ; এবং তা 538 সালেই ঘটেছিল। ঐ ত্রিশ বছরের ইতিহাসধারা খ্রিস্টের জন্ম, তারপর যোহনের সেবা, এবং তাঁর বাপ্তিস্মে যিশুর মশীহ হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার ধারাবাহিকতার একটি সমান্তরাল রূপ ছিল।

খ্রিস্টের ইতিহাসে প্রস্তুতির সময়কাল মোহারাঙ্কনের সময়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে, এবং এটি প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের অভ্যন্তরীণ ধারাকে লক্ষ্য করে; আর খ্রিস্টবিরোধীর প্রস্তুতির সময়কাল রোমান শিংয়ের বহিরাগত ধারাকে লক্ষ্য করে। এই দুটি সময়কাল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর এবং আসন্ন রবিবার আইন সম্পর্কে দুটি সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ায়। একটি সময়কাল বাহ্যিক সাক্ষ্যকে, আর অন্যটি অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যকে—এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহারাঙ্কনের সময়কাল সম্পর্কে—জোর দেয়।

যোহনের কাজ, যিনি অরণ্যে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর হিসেবে চুক্তির দূতের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন, তা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল জাস্টিনিয়ানের সেই ফরমানের সঙ্গে, যা পাপের মানুষটির জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল—যিনি মৃত্যুর চুক্তির দূত। ৭ অক্টোবর, ২০২৩ ছিল সেই সতর্কবার্তা যে, রবিবারের আইন কার্যকর হলে কী ঘটতে যাচ্ছে—যেমনটি ৫৩৮ সালে হয়েছিল। ৭ অক্টোবর, ২০২৩, ৫৩৩ সালের সঙ্গে সমান্তরাল—সেই প্রস্তুতির সময়কাল, যখন প্রথমবার পাপাসিকে পৃথিবীর সিংহাসনে বসানোর পথ প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এটি সেই সতর্কবার্তা যে, আসন্ন রবিবারের আইন জারি হলে, ৫৩৮ সালের মতো, পোপ আবারও গির্জাগুলোর প্রধান এবং বিধর্মীদের সংশোধক—উভয় ভূমিকায় থাকবেন। এটি তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলামের ক্রমবর্ধমান যুদ্ধেরও সতর্কবার্তা।

এটি ইসলামকে চিহ্নিত করার সতর্কবাণী (পূর্বের সংবাদ), এবং পোপের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সতর্কবাণী (উত্তরের সংবাদ)। সেই সতর্কবাণীটি শেষ দিনগুলোতে পথ প্রস্তুতকারী দূতের কাজের সঙ্গে মিলে যায়, চুক্তির দূতের জন্য, যিনি পরে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন।

প্রস্তুতির এই তিনটি সময়কাল (খ্রিস্টের ত্রিশ বছর, খ্রিস্টবিরোধীর ত্রিশ বছর, এবং মোহরকরণের সময়) ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ সালের সময়কাল দ্বারাও প্রতীকায়িত হয়েছে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর পশুটির সমাপ্তির আগে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল থাকে; অতএব, ওই রাজ্যের সূচনার আগে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর পশুটির সূচনাকালকেও পূর্ববর্তী একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল থাকা

আবশ্যক। আলফা ও ওমেগা সর্বদা কোনো কিছুর শেষকে তার শুরুর সঙ্গে চিত্রিত করে।

১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১; ৭ অক্টোবর, ২০২৩; এবং আসন্ন রবিবারের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে। ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত ষষ্ঠ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল, যেমন ৫০৮, ৫৩৩ ও ৫৩৮ সাল পঞ্চম রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তাদের মধ্যে অবশ্যই এই একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, কারণ ষষ্ঠ রাজ্য পঞ্চম রাজ্যের প্রতিচ্ছবি হবে।

খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের দিকে নিয়ে যাওয়া তাঁর প্রস্তুতির ত্রিশ বছর একই সময়কালকে নির্দেশ করে; কারণ যখন খ্রিস্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমে শুরু করে এক সপ্তাহের জন্য চুক্তি নিশ্চিত করতে এলেন, তখন তিনি তাঁর অনুগ্রহের রাজ্য স্থাপন করছিলেন। সেই সাত বছরে অনুগ্রহের রাজ্য স্থাপন করতে গিয়ে তিনি সেই রাজ্যকে নিশ্চিত করার জন্য নিজের রক্ত ঢেলেছিলেন, এবং এভাবে তিনি কখন তাঁর মহিমার রাজ্য স্থাপন করবেন তার একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। সেই মহিমার রাজ্যটি দানিয়েলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের রাজ্য—যেটিকে হাত ছাড়াই পর্বত থেকে কাটা একটি পাথর হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানিয়েছেন যে সেই রাজ্যটি অন্তিম বৃষ্টির সময়ে স্থাপিত হয়, এবং অন্তিম বৃষ্টি শুরু হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ।

> “পরবর্তী বৃষ্টি তাদের উপর আসছে, যারা শুদ্ধ—তখন সকলেই পূর্বের ন্যায় তা গ্রহণ করবে।
>
> “যখন চারজন স্বর্গদূত ছেড়ে দেবেন, খ্রিস্ট তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন। যারা তাদের সাধ্যের সবটুকু করছে, তাদের ছাড়া আর কেউই অন্তিম বৃষ্টি গ্রহণ করে না। খ্রিস্ট আমাদের সাহায্য করতেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, যীশুর রক্তের মাধ্যমে, সকলেই বিজয়ী হতে পারত। সমগ্র স্বর্গ এই কাজে আগ্রহী। স্বর্গদূতগণও আগ্রহী।” Spalding and Magan, 3.

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, এক ক্রুদ্ধ ঘোড়া (ইসলাম) হিসেবে প্রতীকায়িত চারটি বায়ু মুক্ত করা হয়েছিল, এবং তারপর সেগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল, যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিল করা হচ্ছে। ১৭৭৬, ১৭৮৯ এবং ১৭৯৮ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিল করার সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এই তিনটি তারিখ সেইসব আইনগত প্রণয়নকে প্রতিনিধিত্ব করে যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় তারিখ ১৭৮৯ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে চিহ্নিত করে, এবং অতএব এটি সেই বার্তা ছিল যা সংবিধানকে ১৭৯৮ সালে আগত হওয়ার কথা থাকা দ্বৈত ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল; যেমন ৫৩৩ ছিল ৫৩৮-এ আগত হওয়া দ্বৈত ক্ষমতার ঘোষণা, এবং যেমন বাপ্তিস্মদাতা যোহন খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের সময় আগত হওয়া দ্বৈত ক্ষমতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

খ্রিস্টের দ্বিবিধ ক্ষমতা গঠন করেছিল যে দুইটি শক্তি, তা ছিল তাঁর দৃষ্টান্ত যে ঈশ্বরত্ব মানবত্বের সঙ্গে যুক্ত হলে পাপ করে না। খ্রিস্টবিরোধীর দ্বিবিধ ক্ষমতা গঠন করেছিল যে দুইটি শক্তি, তা ছিল গির্জাসমূহের প্রধান হিসেবে তার সিংহাসনারোহণ এবং বিধর্মীদের সংশোধক হিসেবে তার সিংহাসনারোহণ। পৃথিবীর পশুর দ্বিবিধ ক্ষমতা গঠন করে যে দুইটি শক্তি, তা হলো প্রজাতন্ত্রবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদ—এই দুই শিং।

> "‘আর তার দুটি শিং ছিল, মেষশাবকের মতো।’ মেষশাবকের মতো শিং তারুণ্য, নিষ্কলুষতা এবং কোমলতার নির্দেশ করে, যা ১৭৯৮ সালে নবীর কাছে ‘উদীয়মান’ হিসেবে উপস্থাপিত

> যুক্তরাষ্ট্ররে চরত্রিকে যথাযথভাবে প্রতনিধিত্বি কর। যে খ্রস্টিান নর্বিাসতিরা প্রথমে আমরেকিায় পলায়ন করে রাজকীয় নর্িযাতন ও পুর োহতিসুলভ অসহষ্ণিুতা থকেে আশ্রয় খুঁজছেলিনে, তাঁদরে মধ্যে অনকেইে নাগরকি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বস্তিৃত ভত্তিরি ওপর একটি সরকার প্রতষ্ঠিার সংকল্প করছেলিনে। তাঁদরে দৃষ্টভিঙ্গি স্থান পয়েছেলি স্বাধীনতার ঘ োষণাপত্র,ে যখোনে এই মহাসত্য ঘ োষণা করা হয়ছেে যে 'সমস্ত মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট' এবং তারা 'জীবন, স্বাধীনতা ও সুখরে অনুসন্ধান'—এই অবচ্ছিদ্যে অধকিারে অধকিারী। আর সংবধিান জনগণকে স্বশাসনরে অধকিার নশ্চিয়তা দয়িছে,ে এভাবে যে জনভ োটে নর্বিাচতি প্রতনিধিরিা আইন প্রণয়ন ও তার প্রশাসন করবনে। ধর্মীয় বশ্বিাসরে স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়ছেলি; প্রত্যকেকে তার ববিকেরে নর্দিশে অনুসারে ঈশ্বররে উপাসনা করার অনুমতি দওেয়া হয়ছেলি। প্রজাতন্ত্রবাদ ও প্র োটসে্ট্যান্টবাদ জাতরি ম ৌলকি নীততিে পরণিত হয়। এই নীতগিুলইি তার শক্তি ও সমৃদ্ধরি রহস্য। সমগ্র খ্রস্টিীয় জগতে নপিীড়তি ও পদদলতিরা আগ্রহ ও আশার দৃষ্টতিে এই দশেরে দকিে ফরিছে।ে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার তীরে আশ্রয় খুঁজছে,ে এবং যুক্তরাষ্ট্র পৃথবিীর সর্বশক্তশিালী জাতগিুল োর কাতারে উঠে এসছে।ে" The Great Controversy, 441.

1776, 1789 এবং 1798 তনিটি ইতহিাসকে প্রতনিধিত্বি কর,ে যা এই কথা জ োর দয়িে বলে যে অষ্টমটি সাতটরিই অংশ। 1776 প্রতনিধিত্বি করে স্বাধীনতার ঘ োষণাপত্ররে প্রকাশনা এবং প্রথম ও দ্বতিীয় কন্টনিনে্টাল কংগ্রসেরে ইতহিাস। 1789 প্রতনিধিত্বি করে সংবধিানরে প্রকাশনা এবং আর্টকিলেস অফ কনফডোরশেনরে ইতহিাস। 1798 প্রতনিধিত্বি করে এলয়িনে অ্যান্ড সডিশিন অ্যাক্টস-এর প্রকাশনা এবং বাইবলেীয় ভবষ্যিদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হসিবেে পৃথবিীর পশুর সূচনা।

প্রথম কন্টনিনে্টাল কংগ্রসে ১৭৭৪ সালে অনুষ্ঠতি হয়ছেলি এবং এটি যুক্তরাষ্ট্ররে প্রারম্ভকি ইতহিাসে একটি নর্িণায়ক প্রতষ্ঠিান ছলি, আমরেকিান বপ্লিবী যুদ্ধ চলাকালে শাসনকারী সংস্থা হসিবেে কাজ করছেলি। কন্টনিনে্টাল কংগ্রসেগুল োকে প্রথম কংগ্রসে ও শষে কংগ্রসে—এই দুই ভবষ্যিদ্বাণীমূলক সময়পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম কন্টনিনে্টাল কংগ্রসেে দুইজন সভাপতি ছলিনে এবং ৫ সপে্টম্বের থকেে ২৬ অক্ট োবর, ১৭৭৪ পর্যন্ত ফলিাডলেফয়িায় অধবিশেন বস।ে পটেন র্যান্ডলফ ৫ সপে্টম্বের থকেে ২২ অক্ট োবর পর্যন্ত সভার প্রথম সভাপতি ছলিনে, এবং এরপর হনেরি মডিলিটন পরবর্তী পাঁচ দনি, ২৬ অক্ট োবর, ১৭৭৪ পর্যন্ত সভাপতত্বি করনে।

দ্বতিীয় কন্টনিনে্টাল কংগ্রসে ১৭৭৫ থকেে ১৭৮১ সাল পর্যন্ত চলছেলি। এর অস্তত্বিকালে ছয়জন সভাপতি ছলিনে। পটেন র‍্যান্ডলফ ১০ ম,ে ১৭৭৫ থকেে ২৪ ম,ে ১৭৭৫ পর্যন্ত সভাপতরি দায়ত্বি পালন করনে। তনিি প্রথম এবং দ্বতিীয় উভয় কন্টনিনে্টাল কংগ্রসেরে প্রথম সভাপতি ছলিনে। প্রথম ও দ্বতিীয় কন্টনিনে্টাল কংগ্রসেরে ইতহিাসজুড়ে ম োট আটজন সভাপতি ছলিনে।

দ্বতিীয় মহাদশেীয় কংগ্রসেরে দ্বতিীয় সভাপতি ছলিনে জন হ্যানকক, এবং হ্যানকক ২৪ ম,ে ১৭৭৫ থকেে ৩১ অক্ট োবর, ১৭৭৭ পর্যন্ত সভাপতত্বি করনে। হনেরি লরিনে্স ১ নভম্বের, ১৭৭৭ থকেে ৯ ডসিম্বের, ১৭৭৮ পর্যন্ত সভাপতত্বি করনে। জন জে ১০ ডসিম্বের, ১৭৭৮ থকেে ২৮ সপে্টম্বের, ১৭৭৯ পর্যন্ত সভাপতত্বি করনে। স্যামুয়লে হান্টংিটন ২৮ সপে্টম্বের, ১৭৭৯ থকেে ৯ জুলাই, ১৭৮১ পর্যন্ত সভাপতত্বি করনে। থমাস ম্যাককনি ১০ জুলাই, ১৭৮১ থকেে ৪ নভম্বের, ১৭৮১ পর্যন্ত সভাপতত্বি করনে।

পেটন র‍্যান্ডলফ প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের এই দুই পর্বে মোট আটজন সভাপতি ছিলেন, কিন্তু দুই পর্বের প্রতিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন একই ব্যক্তি। অতএব, সভাপতির মেয়াদ আটটি থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে সভাপতি ছিলেন মাত্র সাতজন। প্রথম সভাপতি ছিলেন সেই সাতজনেরই একজন; কিন্তু র‍্যান্ডলফ ঐ ইতিহাসে দুইবার সভাপতিত্ব করায়, তিনিই আবার সেই 'অষ্টম'-এর প্রতিনিধিত্বও করেন, যা ছিল ওই সাতজনেরই একজনের।

কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসসমূহের ইতিহাসে, বিপ্লবী যুদ্ধ কংগ্রেসই পরিচালনা করেছিল। এই কারণে, সেই সময়ে জর্জ ওয়াশিংটন কখনো প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, কারণ তিনি সামরিক বাহিনীর প্রথম সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন।

উভয় সময়কালেই প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে র‍্যান্ডলফ দুইজন সাক্ষীকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা প্রকৃত প্রথম প্রেসিডেন্ট—জর্জ ওয়াশিংটন—এর প্রতিচ্ছবি। ওয়াশিংটনকে র‍্যান্ডলফ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এবং সুতরাং র‍্যান্ডলফ, ওয়াশিংটনের প্রতীক হিসেবে, একদিকে প্রথম প্রেসিডেন্ট র‍্যান্ডলফের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ বহন করেন, অন্যদিকে এটিও প্রকাশ করেন যে র‍্যান্ডলফ ছিলেন অষ্টম, যিনি ছিলেন সাতজনের একজন। অতএব জর্জ ওয়াশিংটন, প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম কমান্ডার এবং চিফ হিসেবে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে তিনিও ছিলেন অষ্টম, এবং ছিলেন সাতজনের একজন।

যিশু কোনো কিছুর শেষকে তার শুরু দিয়ে উদাহরণ দেন, সুতরাং শেষ প্রেসিডেন্ট এবং কমান্ডার ও চিফ অষ্টম হবেন, অর্থাৎ সাতজনেরই একজন। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যটি প্রথম ও দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত, যা ১৭৭৬ সালের প্রথম মাইলফলকের তারিখ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রকাশনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৭৭৬-এর মাইলফলকটি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ও প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টকে প্রতীকায়িত করে, যেখানে আমেরিকার স্বাধীনতাকে রোমান আইনের কর্তৃত্বের অধীনে স্থাপন করা হয়েছিল এবং আর ইংরেজি আইনের অধীনে রাখা হয়নি। এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের সূচনা চিহ্নিত করে, যা পোপতন্ত্রকে শীঘ্র-আসন্ন রবিবার আইনে আবারও পৃথিবীর সিংহাসন গ্রহণের জন্য পথ প্রস্তুত করে।

১৭৭৬ দ্বারা প্রতীকায়িত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের মতোই, আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল ১৭৮১ সালে দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের সমাপ্তি থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে; ১৭৮৯ সেই তারিখ, যা সংবিধান প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত মাইলফলকটিকে চিহ্নিত করে। সেই ইতিহাসে আটজন রাষ্ট্রপতিও ছিলেন। ১৭৮১ থেকে ১৭৮৯-এর ইতিহাস হলো কনফেডারেশনের অনুচ্ছেদসমূহের ইতিহাস। কনফেডারেশনের অনুচ্ছেদসমূহ প্রথম সংবিধান হিসেবে কাজ করেছিল, কিন্তু এর দুর্বলতা এর প্রতিস্থাপনের দিকে নিয়ে যায়, এবং ১৭৮৯ সালে সংবিধান অনুমোদিত হয়।

সেই সময়ের আটজন প্রেসিডেন্টের মধ্যে সাতজন ছিলেন, যারা দুইটি কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, এবং একজন ছিলেন, যিনি সেই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পর্বেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জন হ্যানকক যেমন দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি আর্টিকেলস অব কনফেডারেশন দ্বারা

প্রতিনিধিত্ব করা সময়কালও করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিতে, দুইটি কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে চলাকালে প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাত্র সাতজন ব্যক্তি; সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণীমতে জন হ্যানকক আর্টিকেলস অব কনফেডারেশন-পর্বের আটজনের একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে পূর্ববর্তী পর্বের সাতজনেরও একজন ছিলেন। অতএব তিনি ছিলেন অষ্টম, যিনি সাতজনেরই একজন ছিলেন।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, যা ১৭৮৯ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তাতেও একজন প্রেসিডেন্ট (হ্যানকক) ছিলেন, যিনি অষ্টম হলেও সাতেরই একজন, যেমন ১৭৭৬ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালে পেইটন র‍্যান্ডলফ ছিলেন। ১৭৮৯ ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির পেলোসি বিচারগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেগুলোকেই প্রতিনিধিত্ব করে।

> প্রভু সিয়োনের প্রাচীরগুলোর ওপর বিশ্বস্ত প্রহরী স্থাপন করেছেন, যাতে তারা জোরে ডাক দেয় ও সংযম না করে, তূর্যের মতো তাদের কণ্ঠ উচ্চ করে, এবং তাঁর প্রজাদের তাদের অপরাধ ও যাকোবের গৃহকে তাদের পাপ দেখিয়ে দেয়। প্রভু সত্যের শত্রুকে চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামদিনের বিরুদ্ধে এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রচেষ্টা করতে অনুমতি দিয়েছেন। এই উপায়ে তিনি সেই বিষয়টিতে এক দৃঢ় আগ্রহ জাগাতে চান, যা অন্তিম দিনগুলির জন্য একটি পরীক্ষা। এতে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা শক্তির সঙ্গে ঘোষণা করার পথ উন্মুক্ত হবে।
>
> সত্যে বিশ্বাসী কেউই এখন নীরব থাকবেন না। এখন কেউই উদাসীন থাকবেন না; সবাই করুণার সিংহাসনের সামনে তাদের নিবেদন উপস্থাপন করুন, এই প্রতিশ্রুতির দোহাই দিয়ে: 'তোমরা আমার নামে যা কিছুই চাইবে, আমি তা-ই করব' (যোহন ১৪:১৩)। এখন সময়টি বিপদসংকুল। যদি এই গর্বিত স্বাধীনতার দেশটি তার সংবিধানে নিহিত প্রতিটি নীতিকে বলি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে—ধর্মীয় স্বাধীনতা দমনের ফরমান জারি করে, এবং পোপীয় মিথ্যা ও ভ্রান্তি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য—তবে ঈশ্বরের লোকদের পরমোচ্চ ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসসহ তাদের নিবেদন পেশ করা উচিত। যাঁরা তাঁর উপর ভরসা রাখেন, তাঁদের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিতে পরিপূর্ণ উৎসাহ রয়েছে। ব্যক্তিগত বিপদ ও দুর্দশায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা হতাশার কারণ হওয়া উচিত নয়; বরং তা ঈশ্বরের লোকদের উদ্যম ও আশাকে উদ্দীপিত করা উচিত; কারণ তাদের বিপদের সময়ই সেই ঋতু যখন ঈশ্বর তাঁর শক্তির আরও স্পষ্ট প্রকাশ তাদের প্রদান করেন।
>
> "অত্যাচার ও দুঃখকষ্টের শান্ত প্রত্যাশায় বসে থাকা, হাত গুটিয়ে রেখে অমঙ্গল প্রতিহত করতে কিছুই না করা—এটি আমাদের কাজ নয়। আমাদের মিলিত আর্তনাদ স্বর্গে পৌঁছাক। প্রার্থনা করো এবং কাজ করো, আর কাজ করো এবং প্রার্থনা করো। কিন্তু কেউ যেন হঠকারীভাবে কাজ না করে। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি এই শিক্ষা গ্রহণ কর যে, তোমাদের অবশ্যই নম্র ও হৃদয়ে বিনয়ী হতে হবে। ব্যক্তি হোক বা চার্চ—কারও বিরুদ্ধেই কটুক্তিমূলক অভিযোগ আনবে না। খ্রিস্ট যেমন মানুষের মন নিয়ে কাজ করতেন, তেমনভাবে কাজ করা শিখো। কখনও কখনও তীক্ষ্ণ কথা বলাও প্রয়োজন; কিন্তু সুস্পষ্ট সত্য উচ্চারণ করার আগে নিশ্চিত হও যে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তোমাদের হৃদয়ে নিবাস করছেন; তারপর সত্যকে তার ধার দিয়ে পথ কেটে নিতে দাও। কেটে দেওয়ার কাজ তোমাদের নয়।" নির্বাচিত বার্তা, খণ্ড ২, ৩৭০।

সংবিধান দ্বারা প্রতিনিধিত্বিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রস্তুতির সময়কালের দ্বিতীয় মাইলফলকটি নির্দেশ করে যে পরবর্তী মাইলফলকে সংবিধান বাতিল করা হবে। সেই দ্বিতীয়

মাইলফলকটি বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং জাস্টিনিয়ানের ফরমান দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে; উভয়ই ওই সময়কালে প্রতিনিধিত্বকৃত শেষ ঘটনার আগমনকে চিহ্নিত করেছিল এবং তার সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিয়েছিল। যোহনের ক্ষেত্রে, তা ছিল খ্রিস্টের ক্ষমতায়ন, যখন তিনি তাঁর অমূল্য রক্ত দিয়ে জীবনের চুক্তিকে নিশ্চিত করেছিলেন; আর জাস্টিনিয়ানের ক্ষেত্রে, তা ছিল খ্রিস্টবিরোধীর ক্ষমতায়ন, যে শহীদদের রক্ত দিয়ে তার মৃত্যুর চুক্তিকে অনুমোদন করতে নির্ধারিত ছিল।

১৭৮৯ সালে সংবিধান পৃথিবীর জন্তুর দুটি শিংয়ের ক্ষমতায়নকে চিহ্নিত করেছিল; এবং তেমনটি করতে গিয়ে ১৭৮৯-ই পৃথিবীর জন্তুর ক্ষমতার ওই দুই শিংয়ের শীঘ্রই আসতে থাকা ধ্বংসকেও চিহ্নিত করেছিল, যা ১৭৯৮ সালের Alien and Sedition Acts দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। ২০২০ সালে রাস্তায় দুই সাক্ষী নিহত হলে, তারা সংবিধানের ওপর এক দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণকে চিহ্নিত করে সতর্ক করেছিল, যা ৬ জানুয়ারি, ২০২১-এর Pelosi trials দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে।

৬ জানুয়ারি, ২০২১ হলো শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইনে পোপতন্ত্রের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে এক সতর্কবার্তা, যেমনটি ৫৩৩ সালে জাস্টিনিয়ানের ফরমান দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। ৬ জানুয়ারি, ২০২১ এবং ৫৩৩ সাল—উভয়ই শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইনের বিষয়ে সতর্কবার্তা দেয়, যেমনটি ৫৩৮ সালে অরলিয়ান্স কাউন্সিলে রবিবারের আইন দ্বারা এবং ১৭৯৮ সালের এলিয়েনে অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, যেগুলো শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইনের সময় ড্রাগনের মতো কথা বলা পৃথিবীর জন্তুকে প্রতীকায়িত করেছিল।

রবিবারের আইন কার্যকর হলে পোপতন্ত্রের মরণঘাতী ক্ষত সারবে, এবং প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় সতেরোর অষ্টম মাথাটি—যা সাতটিরই অন্তর্ভুক্ত—পুনরুত্থিত হবে। ১৭৯৮ সালের এলিয়েনে ও সেডিশন আইনসমূহ ড্রাগনের মতো কথা বলা পৃথিবীর পশুর প্রতিনিধিত্ব করে; তখন তা শুধু সূর্যের উপাসনা আরোপই করে না, বরং পরবর্তীতে প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় তেরোর সমুদ্রের পশুর কর্তৃত্ব—যা সাতটিরই অন্তর্ভুক্ত সেই অষ্টম মাথা—সমগ্র বিশ্বকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। অতএব, প্রস্তুতির সময়কালে ১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকেটিতেই, 'সাতটিরই অন্তর্ভুক্ত অষ্টম' এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধাঁধাটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথম দুটি মাইলফলক (১৭৭৬ ও ১৭৮৯), যা রহস্যটিকে চিহ্নিত করে, পৃথিবীর পশুর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া ধাঁধাটির বিষয়টি তুলে ধরে, এবং তৃতীয় মাইলফলকটি পোপীয় ক্ষমতার জন্য সম্পন্ন হওয়া সেই রহস্যটিকে চিহ্নিত করে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> 'যারা পৃথিবীতে বাস করে, তাদের বলা হচ্ছে যে তারা যেন পশুর প্রতিমা তৈরি করে।' এখানে স্পষ্টভাবে এমন এক শাসনব্যবস্থা উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত; এটি এক অত্যন্ত লক্ষণীয় প্রমাণ যে ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্দেশিত জাতি হলো যুক্তরাষ্ট্র।
>
> "কিন্তু 'পশুর প্রতিমূর্তি' কী? এবং তা কীভাবে গঠিত হবে? এই প্রতিমূর্তি দুই-শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুর দ্বারা নির্মিত হয়, এবং তা পশুর এক প্রতিমূর্তি। একে পশুর প্রতিমূর্তিও বলা হয়। অতএব, প্রতিমূর্তিটি কেমন এবং তা কীভাবে গঠিত হবে, তা জানতে

হলে আমাদের পশুটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—পাপতন্ত্র—অধ্যয়ন করতে হবে।

সুসমাচারের সরলতা থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা গ্রহণ করার ফলে যখন প্রথম যুগের গির্জা দূষিত হয়ে পড়েছিল, তখন সে ঈশ্বরের আত্মা ও শক্তি হারিয়েছিল; এবং মানুষের বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সে পার্থিব ক্ষমতার সমর্থন খুঁজেছিল। এর ফল ছিল পোপতন্ত্র—একটি গির্জা, যা রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং তা নিজস্ব উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করত, বিশেষ করে 'ধর্মদ্রোহিতা'কে শাস্তি দেওয়ার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র যাতে পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করতে পারে, তার জন্য ধর্মীয় ক্ষমতাকে এমনভাবে বেসামরিক সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যে, গির্জা তার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও ব্যবহার করবে।

যখনই গির্জা ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতা অর্জন করেছে, সে ক্ষমতাকে নিজের মতবাদ থেকে ভিন্নমতকে শাস্তি দিতে ব্যবহার করেছে। জাগতিক ক্ষমতার সঙ্গে জোট বেঁধে রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে যে প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি, তারা বিবেকের স্বাধীনতা সীমিত করার একই রকম আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করেছে। এর উদাহরণ দেখা যায় ইংল্যান্ডের চার্চের দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দীর্ঘকাল ধরে চলা নির্যাতনে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে হাজার হাজার অ-অনুবর্তী ধর্মযাজক নিজ নিজ গির্জা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং পাদ্রি ও সাধারণ বিশ্বাসী—উভয়েরই অনেককে জরিমানা, কারাবাস, নির্যাতন ও শহীদত্বের শিকার হতে হয়েছে।

ধর্মত্যাগই প্রথম যুগের গির্জাকে রাষ্ট্রীয় সরকারের সহায়তা চাইতে প্ররোচিত করেছিল, এবং এর ফলে পোপতন্ত্র—পশু—এর বিকাশের পথ প্রস্তুত হয়েছিল। পৌল বলেছেন: ‘সেখানে’ ‘ধর্মত্যাগ ঘটবে, ... এবং সেই অধর্মের মানুষ প্রকাশিত হবে।’ ২ থিসালনীকীয় ২:৩। সুতরাং গির্জার মধ্যে ধর্মত্যাগ পশুর প্রতিরূপের জন্য পথ প্রস্তুত করবে।

বাইবেল ঘোষণা করে যে প্রভুর আগমনের পূর্বে এমন এক ধর্মীয় অধোগতির অবস্থা থাকবে, যা প্রথম শতাব্দীগুলিতে যেমন ছিল তার অনুরূপ। ‘শেষ দিনে কঠিন সময় আসবে। কারণ মানুষ নিজেদের প্রেমিক হবে, লোভী, দম্ভকারী, গর্বিত, ঈশ্বরনিন্দাকারী, পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র, স্বাভাবিক স্নেহহীন, চুক্তিভঙ্গকারী, মিথ্যা অপবাদদাতা, সংযমহীন, হিংস্র, সৎদের ঘৃণাকারী, বিশ্বাসঘাতক, হঠকারী, গর্বোদ্ধত, ঈশ্বরের চেয়ে ভোগবিলাসের প্রেমিক; ধর্মপরায়ণতার বাহ্যিক রূপ থাকবে, কিন্তু তার শক্তিকে অস্বীকার করবে।’ ২ তিমথিয় ৩:১-৫। ‘এখন আত্মা স্পষ্টই বলে যে অন্তিম কালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবে, প্রতারণাকারী আত্মাদের এবং শয়তানদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেবে।’ ১ তিমথিয় ৪:১। শয়তান ‘সমস্ত শক্তি ও চিহ্ন এবং মিথ্যা আশ্চর্যকর্ম দ্বারা, এবং অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহ’ কাজ করবে। আর যারা ‘উদ্ধার লাভের জন্য সত্যের প্রতি প্রেম গ্রহণ করেনি’, তারা ‘শক্তিশালী ভ্রান্তি’ গ্রহণ করতে ছেড়ে দেওয়া হবে, যাতে তারা মিথ্যাকে বিশ্বাস করে। ২ থিসালনিকীয় ২:৯-১১। যখন এই অধার্মিকতার অবস্থা এসে পৌঁছাবে, তখন প্রথম শতাব্দীগুলির মতোই একই ফলাফল দেখা দেবে। দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৪৪৩, ৪৪৪।